চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার ধারণা (Concept of Educational Management)

[শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা—অর্থ—স্বরূপ—প্রয়োজনীয়তা ও পরিধি—পরিকল্পনা—কেন্দ্রীয়করণ—বিকেন্দ্রীয়করণ ইত্যাদি]

[Concept of Educational Management : Meaning–Nature–Need & Scope–Types of Educational Management–Centralised–De-Centralised etc.]

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হল ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ, যে কোন শিক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষাতন্ত্র মসৃণভাবে চলার জন্য ব্যবস্থাপনার সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। সাধারণ ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার পার্থক্য হল, সাধারণ ব্যবস্থাপনা কোন কারবার সংগঠনের সাথে জড়িত, কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা কোনও শিক্ষাতন্ত্র (Educational System) বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (Educational Institute) সাথে জড়িত। বস্তুতপক্ষে, শিক্ষাব্যবস্থাপনা যে কোন শিক্ষাসংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একে কোন শিক্ষা সংগঠনের চালিকাশক্তিও বলা যায়। কোন শিক্ষাসংগঠনের ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা হল সংগঠনটির উদ্দেশ্যপূরণের লক্ষ্যে সংগঠনটির সম্পাদককে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

শিক্ষাব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি প্রয়োগ করা যায় না। শিক্ষাসংগঠন-এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ করতে হয়। যদিও শিক্ষাব্যবস্থাপনার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে সুনিশ্চিত ফল আশা করা যায় না। কিন্তু তা একধরণের ফলের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে।

ব্যবস্থাপনার দিক থেকে একটি শিক্ষাসংগঠনের ব্যবস্থাপনার সাথে একটি কারবারী সংগঠনের ব্যবস্থাপনার কিছুটা পার্থক্য থাকেই। কোন বিদ্যালয়ের প্রধান যেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা কোন ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুরূপ নয়। আবার, অন্যদিকে কারবার ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাব্যবস্থাপনার মিল এইখানে যে, উভয়ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ (Investment) ও প্রাপ্তি (Return)-র মধ্যে একপ্রকার সম্পর্ক থাকছে। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি যত উন্নত হবে তত কম বিনিয়োগে সর্বাধিক প্রাপ্তি ঘটবে। তার জন্য চাই ব্যবস্থাপনায় উন্নত পরিকল্পনা এবং দ্রুত ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কিন্তু কোনও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় লাভ-ক্ষতির প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরঞ্চ, শিক্ষাব্যবস্থাপনায় সামাজিক উন্নতির প্রশ্নটি প্রাধান্য পায়।

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থাপনার অর্থ, ধারণা ও সংজ্ঞা (Meaning, Concept and definition of management) :

ব্যবস্থাপনার অর্থ (Meaning of management) : যে কোন বিষয়, তা সে ব্যবসায়িক বিষয় হোক বা শিক্ষাগত বিষয় হোক, সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা (Management) বলে। প্রচলিত অর্থে, অপরের দ্বারা কোন কাজ করিয়ে নেওয়াকে ব্যবস্থাপনা বলে। ব্যবস্থাপনার ধারণাটি মানবসভ্যতার অগ্রগতির সাথে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটি বিধিবদ্ধ বিষয় হিসাবে এটি ব্যবহৃত হল বিংশ শতাব্দী থেকে।

ব্যবস্থাপনার ধারণা (Concept of management) : ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন জনের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফলে বিভিন্ন ধারণা গড়ে উঠেছে। প্রযুক্তিবিদ্‌গণ মনে করেন, ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কোনও যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের রূপায়ণ প্রক্রিয়া। হিসাবরক্ষকগণ মনে করেন ব্যবস্থাপনা হল সংখ্যা ও সংখ্যাতত্ত্বের বিষয়। কোন কোন পদার্থবিদের মতে ব্যবস্থাপনা হল কোনও প্রাকৃতিক তত্ত্বকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। কাজেই, কোন একটি ধারণা ব্যবস্থাপনার সকল বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খায় না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনাকে চারটি বিভিন্ন অর্থে উপস্থাপিত করা যায়। সেগুলি হল, ক) ব্যবস্থাপনা হল শিক্ষা কর্তৃত্বের একটি রূপ। খ) ব্যবস্থাপনা হল শিক্ষাগত একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়া। গ) শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা হল অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। ঘ) শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা হল শিক্ষার একটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া।

ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of management) : Peter Drucker বলেছেন— 'Management is a multipurpose organ that manages a business and manages a manager and manages worker and work' অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা হল বহু উদ্দেশ্য সাধনকারী এমন একটি যন্ত্র যা একটি কারবারকে পরিচালনা করে।

Harold Koontz এবং Cyrill O'Donnell -এর মতে— 'Management is defined as the creation and maintenance of an internal environment in an enterprise where individuals working together in groups can perform efficiently and effecting towards the attaintion of group goals' অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা হল, কোন প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ এমনভাবে সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যাতে ব্যক্তিগণ দলবদ্ধভাবে দক্ষতার সাথে এবং কার্যকারীতার সাথে কর্মসম্পাদন করতে পারে এবং দলীয় উদ্দেশ্য পৌঁছাতে পারে। L. A. Appley-এর মতে— 'Management is the art of getting things done through the efforts of other people' অর্থাৎ অপর ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোনও কর্ম সম্পাদনের কৌশল হল ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনার সম্পর্কে প্রত্যেকটি সংজ্ঞা

Scanned with CamScanner

তার এক এক ধরণের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। যেমন, Henri Fayol-এর মতে, 'To manage is to forecast and plan, to organise, to command, to co-ordinate and to control' অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা করার অর্থ হল পূর্বাভাষ দেওয়া, পরিকল্পনা করা, সংগঠন করা, নির্দেশ দেওয়া, সমন্বয় সাধন করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা।

ব্যবস্থাপনা ধারণার ক্রমবিকাশ (Development of the concept of management) :

প্রাচীনযুগ : বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে, যদিও তা খুব বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। যেমন, খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ সালে ব্যবিলোনিয়ার সম্রাট হামুরাবির সময়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় যাতে জানা যায় যে শ্রমিকদের মজুরি, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে এক ধরণের ব্যবস্থাপনা ছিল। প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদী নির্মাণ ও যাগযজ্ঞ পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার নিদর্শন পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজ্যপরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার উল্লেখ আছে।

মধ্যযুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলন্ডের নৌবাহিনী কর্তৃক স্প্যানিশ আর্মাডা ধ্বংস করার জন্য একধরণের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সাহায্য নিতে হয়েছিল।

তবে, প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগে যে ব্যবস্থাপনার নিদর্শন পাওয়া যায় তা অনেকটা অসংগঠিত আকারে ছিল। তখন ব্যবস্থাপনাকে একটি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা হয় নি।

আধুনিকযুগ : উনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকে ব্যবস্থাপনার আধুনিক চিন্তার উদ্ভব হয়। তার ফলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে দেখা যায়। জেমস ওয়াট, ম্যাথু রবিনসন বুলটন, কার্লস ব্যাবেজ, রবার্ট ওয়েন, এলটন মেয়ো, চার্লস ডুপি ইত্যাদিকে ব্যবস্থাপনার আধুনিক মতবাদের জনক বলা যায়।

শিল্পের প্রসারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ের যথা মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, গণিত, রাজনীতি বিশেষজ্ঞগণের চিন্তাধারায় ব্যবস্থাপনার নূতন নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। তার ফলে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Prof. G. Huchinson ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। যথা—

ক) ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।
খ) মানবিক ব্যবহার পদ্ধতি।
গ) সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি।
ঘ) ইকোলজিক্যাল প্রক্রিয়ার পদ্ধতি।
ঙ) যুক্তি নির্ভর পদ্ধতি।

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Theory of management) :

পরবর্তীকালে Koontz এবং অপর কয়েকজনের চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনাকে প্রধান কতকগুলি তত্ত্বের শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল,—

১. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব ঃ এই তত্ত্বে কোনও দলগত উদ্দেশ্য সার্থক করার পথে যে অন্তরায়গুলি দেখা যায় সেইগুলির বিশ্লেষণ করা হয়। F. W. Taylor যিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একজন পথপ্রদর্শক লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি বিষয় উৎপাদনের পরিপূর্ণতার পক্ষে অন্তরায় হচ্ছে। সেগুলি হল, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না হওয়া, সংগঠনগুলি ইচ্ছামত পরিচালিত হওয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাব, দায়িত্বের অসমবন্টন, ফলাফলকে সীমাবদ্ধ করে রাখা ইত্যাদি। তার ফলে Taylor ব্যবস্থাপনাকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুসংগঠিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন।

২. ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ঃ এই তত্ত্বে বলা হয় যে, ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ভূমিকা হল কার্যসম্পাদন ব্যবস্থার মধ্যে যে সকল কর্ম থাকে তাদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা। Henry Fayol এই তত্ত্বের জনক। তাঁর মতে, ব্যবস্থাপনা একটি অবিরত এবং সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ক্রমাগত কতকগুলি কার্য সম্পাদন করা হয় যাতে দলগত উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

৩. আমলাতান্ত্রিক তত্ত্ব ঃ একজন জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ এই তত্ত্বের উদগাতা, তাঁর মতে, আমলাতন্ত্র একটি ব্যবস্থাপনার সর্বোৎকৃষ্ট পথ, যার সাহায্যে যে কোনও ধরণের সংগঠন পরিচালনা করা যেতে পারে।

৪. মানবিক সম্পর্কের তত্ত্ব ঃ Western Electric Company-র Hawthrone Plant-এ Mayo, Rocthlisberger প্রভৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন শ্রমিকদের কর্মকুশলতা এবং উৎপাদনক্ষমতার উপর কোনও কোনও বিষয়ের প্রভাব সর্বাধিক। এটা দেখা যায় যে মানবিক সম্পর্কর উন্নতি শ্রমিকদের কর্মকুশলতার উপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলে এবং তার ফলে প্রতিষ্ঠানটি একটি সামাজিক সংগঠনে উন্নীত হয়। .এর ফলে সিদ্ধান্ত করা হয় যে ব্যবস্থাপনার উন্নতির উপর দুটি উপাদান সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে—১. সাংগঠনিক পরিস্থিতিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে এবং ২. কর্মীদের দলগত প্রচেষ্টাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখতে হবে এবং দলগত প্রচেষ্টার বিশ্লেষণ করে তার নিদান নির্দেশ করতে হবে।

৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব ঃ এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে সমস্যার অনেকগুলি বিকল্প সমাধানের মধ্য থেকে উপযুক্ত সমাধানটি গ্রহণ করার জন্য সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণ করার উপর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হবে। Simon এই তত্ত্বের প্রবক্তা।

Scanned with CamScanner